

# হেরাজুল কুলুব

হৃদয়ের আলো



# হেরাজুল কুলুব

হৃদয়ের আলো



গাছতলা দরবার শরীফ



مَوْلَايَ صَلَّى وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا  
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ  
وَالْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ  
أَهْلُ التَّقَى وَالنُّقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾

## হেরাজুল কুলুব হৃদয়ের আলো

রচনায়

আলহাজ্ব মাওলানা খাজা মোঃ আরিফুর রহমান তাহেরী  
নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী

সাজ্জাদানশীন

গাছতলা দরবার শরীফ

প্রচারে : বাংলাদেশ আনজুমানে আশেকানে মোস্তফা (দঃ)

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি তার প্রিয় হাবীব দো জাহানের বাদশাহ, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত করে প্রেরন করেছেন। পৃথিবীর পথ হারা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিবার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগনকে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক দ্বীন ধর্মতে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শরীয়তের শিক্ষার পাশাপাশি রুহানিয়তের শিক্ষাও প্রদান করেছেন। তাছাড়া ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতের শিক্ষাও প্রদান করেছেন। আর নেক আমল করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। দৈনন্দিন এই আমল গুলো পালন করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। প্রিয় নবীজির এই শিক্ষা গুলোকে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়িন, তাবে তাবেয়িন, মুযতাহিদীন ও আউলীয়ায়ে কিরাম গন আপন আপন অনুগতদের কে শিক্ষা দিয়েছেন।

তাই বিশেষ ভাবে দেখা যায় আউলীয়ায়ে কিরাম গণের সংস্পর্শে এসে মুসলমান গন আত্মশুদ্ধি অর্জন করে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধা লাভ করেন। প্রত্যেক “তুরীকা” বা “সিলসিলা”র কতিপয় দৈনিক ওয়াযীফাহ রয়েছে যা যথাসময়ে আদায় করা মুরিদের জন্য কর্তব্য। অন্যথায় আধ্যাতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতির সৃষ্টি হয়। এই “ওয়াযীফাহ” গুলো খুবই মূল্যবান, তবে এই গুলো বিভিন্ন জায়গায় ছিল, যা গোপনে গোপনে শিক্ষা দেয়া হত, বাংলা উচ্চারণ সহ এই গুলোকে সিলসিলার খেদমতে প্রকাশ করলাম। আল্লাহ পাক এই খেদমত কে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উছিয়ায় কবুল করুন।

আলহাজ্ব খাজা মোঃ আরিফুর রহমান তাহেরী।

# হেরাজুল কুলুব

## হৃদয়ের আলো

প্রকাশনায় :

গাছতলা দরবার শরীফ, চাঁদপুর।

পক্ষে :

আলহাজ্ব খাজা আহমদুর রহমান

আলহাজ্ব খাজা এনায়েতুল্লাহ

প্রাপ্তি স্থান :

৯৭/৩/এ দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা-১১০০।

“খাজা মঞ্জিল”

মোবাইল : ০১৭১১-২৩৩০৫২

মাওলানা খাজা মো: জোবায়ের  
খাদেম, গাছতলা দরবার শরীফ, চাঁদপুর।

মোবাইল : ০১৭১২-০৪৭৯৯৮

হাদিয়া : ৩০ (ত্রিশ টাকা) মাত্র।

## সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আয়াতুল কুরসী	০১
রাত্রে শোবার সময় আমল	১৫
পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পড়বেন	১৮
সালাতুল আউয়াবিন	১৯
সালাতুল ইশরাক	১৯
সালাতুল তাসবীহ	২০
ক্বাযায়ে হাজাত (উদ্দেশ্য হাছেল দোয়া)	২২
তাহাজ্জুদ	২৩
কুরআনুল কারীম পাঠ	২৪
তাওবা ও ইস্তেগফার এর গুরুত্ব	২৫
যিকির এর ফজিলত	২৯
নফি ইসবাত এর যিকির করার নিয়ম	৩১
দুরূদ শরীফ এর ফযিলত	৩১
শাজরায়ে মুবারাকা	৩৭
মুনাজাত (বাংলা)	৪২
মুনাজাত (উর্দু)	৪৪
প্রয়োজনীয় নছীহত	৪৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## সকাল এবং সন্ধ্যায় পাঠ করার ওয়াযীফাহ

প্রত্যেকটি দোয়া পড়ার পূর্বে ও পরে ১ বার অবশ্যই দুরুদ শরীফ পড়ে নিবেন।

১। আয়াতুল কুরসী

اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

উচ্চারণ : আল্লাহ্ লা-ইলাহা ইল্লাহ্, আল-হাইয়্যুল ক্বাইউম, লা-তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাওম। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ, মানযাল্লাযী ইয়াশফাউ, ইনদাহু ইল্লা বিই'যনিহী, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওমা খালফাহুম, ওয়ালা ইযু হীতুনা বিশাইইম মিন ইলমিহী ইল্লাবিমাশাআ, ওয়াসিয়া কুর সিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালাইয়া উদুহু হিফযুহুমা, ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আযীম।

উপকার : একবার করে সকালে এবং সন্ধ্যায় পড়লে ইনশাআল্লাহ শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না এবং প্রত্যেক নামাজের পর পাঠকারী মৃত্যুর সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২। তিন কুল : প্রতিটি ৩ বার করে পড়বেন।

ক) সূরায়ে ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

উচ্চারণ : কুলহ্ আল্লাহ্ আহাদ। আল্লাহ্ছহামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ্ কুফুয়ান আহাদ।

খ) সূরায়ে ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

উচ্চারণ : কুল আউযুবিরাক্বিল ফালাক। মিন সাররি মা খালাক। ওয়া মিন সাররি গাছেকিন ইয়া ওয়াকাব। ওয়া মিন সাররিন নাফফাছাতে ফিল ওকাদ। ওয়া মিন সাররি হাছেদিন ইয়া হাছাদ।

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী লা-কুওয়াতা ইল্লাবিলাহি মা শাআল্লাহ্ কানা ওয়ামা লাম ইয়াশাউ লাম ইয়াকুন আ'লামু আনাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির ওয়া আনাল্লাহা ক্বদ আহতা বিকুল্লি শাইয়িন আলীমা । (১ বার)

উপকারঃ ইনশাআল্লাহ দুনিয়াবী সকল প্রকার বালা-মুছিবত থেকে হেফায়ত থাকবে [আবু দাউদ শরীফ] ।

২৩। প্রথমে তিন বার পাঠ করিবে

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

উচ্চারণ: আউযুবিল্লাহিস সামীয়িল আলিমি মিনাশ শায়তনির রাজীম ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম । হুয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহ্, আ'লিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুওয়ার রাহমানুর রাহীম । হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহ্ । আল-মালিকুল ক্বুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির, সুবহানাল্লাহি আ'ম্মা ইয়্যাশরিকুন । হুওয়াল্লাহুল খালিকুল বারিয়্যুল মুসায়্যিরু লাহুল আসমা-উল হুসনা, ইয়্যুসায্বিলু লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরধ, ওয়াহুয়াল আযীযুল হাকীম ।

উপকার : সকালে পড়লে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত পাঠ কারীর জন্য ৭০ হাজার ফিরিশতাহ ক্ষমা প্রার্থনা করবে । সেই দিনে বা রাত্রে পাঠকারী মৃত্যুবরণ করলে শহীদের দরজা পাবে [তিরমিযী শরীফ]

২৪। لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লালা হুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন । (১০০ বার)

উপকার : দুনিয়াতে দারিদ্র হবে না, কবরে ভয়-ভীতি হবেনা, হাশরে পেরেশানী হবে না ।

২৫। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ: লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিলাহিল  
আ'লিয়্যুল আযীম। (১০০ বার)

উপকার: দুনিয়া ও আখেরাতে নেয়ামত হাসিল  
হবে। বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবে। জীবনে  
উন্নতি হবে।

২৬। سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল  
আযীম।

উপকার: পরকালে আমলনামা ওজনে ভারী হবে।  
দুনিয়া ও আখেরাতে দয়াময় রহমানুর রাহিম আল্লাহ  
পাকের দয়া পাবে।

### রাত্রে শোবার সময় আমল

১। অজু অবস্থায় ঘুমানোর চেষ্টা করবেন, আয়াতুল  
কুরসী ১বার পাঠ করবেন, ইনশাআল্লাহ-এর বরকতে,  
সকাল পর্যন্ত একজন পাহারাদার হিসেবে ফেরেশতাহ  
নিয়োজিত থাকবে এবং শয়তান নিকটে আসতে  
পারবে না। (বুখারী শরীফ ও মিশকাত শরীফ)

২। সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার,  
আল্লাহু আকবার ৩৪ বার। এই তাসবীহকে  
তাসবীহে ফাত্বিমা বলা হয়। মুসলিম শরীফের  
হাদিসে রয়েছে এর বরকতে সকালে আনন্দিত  
অবস্থায় উঠবে এবং অসংখ্য উপকার রয়েছে।

৩। দুই হাতের তালুদ্বয় খুলে তিন কুল যথা সূরায়ে  
ইখলাস ১ বার, সূরায়ে নাস ১ বার ও সূরায়ে ফালাক  
১ বার পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে মাথা, চেহারা,  
বক্ষ এবং সামনে পিছনে যেই পর্যন্ত হাত পৌঁছে,  
সেখান পর্যন্ত শরীরে মুছে নিন, এই ভাবে ৩ বার  
করবেন। ইনশাআল্লাহ সারা রাত্র সকলপ্রকার বিপদ-  
আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। [বুখারী শরীফ,  
হাদীস নং-৬৩১৯]

৪। ءَامِنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامِنُونَ  
পড়বেন। অসংখ্য বরকত রয়েছে এর মধ্যে।

ءَامِنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامِنُونَ  
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفْرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ  
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔  
لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْشَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

### পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর পড়বেন :

- ১। একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে, জান্নাত নছীব হবে,
- ২। ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার এরপর ১বার পড়বেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সেই দিন পৃথিবীতে কেউ তার সমকক্ষ হবেনা, কেবল মাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যিনি এইরূপ আমল করেছেন।

- ৩। اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الذِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ ৩০  
গুনাহ যদি সাগরের ফেনার চেয়েও বেশি হয় তাহলেও ক্ষমা হবে, ইনশাআল্লাহ। (৩ বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ :  
লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলাকুল্লে সাইয়িয়ান কাদির।

কজরের নামাজের ফরজ পড়ার পর এবং আছর নামাজের ফরজ পড়ার পর পা না বদলীয়ে পড়বেন, ফলে প্রত্যেক প্রকার বিপদ-আপদ, শয়তান এবং মন্দ কাজ থেকে হফাজতে থাকবেন। (১০ বার)

مَا كَتَبْتُ رَبَّنَا لَأَتُواخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَلَأَطَقْنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَرَحِمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

উচ্চারণ: আমানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাহি মির রাবিহী ওয়াল মু'মিনুন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়ামালাইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী, ওয়ারুসুলিহী, লা-নুফাররিকু বাইনা আহাদিস্ম মিররুসুলিহি, ওয়াক্বালু সামি'না, ওয়াআ'ত্বনা, ওফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাকাল মাছির। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআ'হা, লাহা মা কাসা বাত, ওয়া'আলাইহা মাকতা সা বাত, রাব্বানা লা তুআখিযনা ইন নাসীনা আওআখত্বানা রাব্বানা ওলা তুহাম্মিল আলাইনা ইছরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বাকাতালানা বিহু, ওয়াও'ফুআন্বা, ওয়াগফিরলানা ওয়ারহামনা আস্তা মাওলানা ফানছুরনা আ'লাল কাওমিল কাফিরীন।

## সালাতুল আউয়াবিন

মাগরীবের ফরজ ও সুন্নত নামাজের পর ৬ রাকাত আউয়াবিন নামাজ আদায় করবেন

ইহা আউয়াবীনের নিয়তে অথবা নফল নিয়তে, পড়া যায়। দুই দুই রাকাত করে ৬ রাকাত আদায় করবেন, প্রতি রাকাতে তিন বার সূরায়ে ইখলাস পড়বেন। হাদিস শরীফে রয়েছে এই নামাজ আদায়কারী ১২ বৎসরের নফল ইবাদতের ছোয়াব পাবে।

## সালাতুল ইশরাক

ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠার ২০ থেকে ২৫ মিনিট পরে দুই, দুই রাকাত করে চার রাকাত সুন্নতের নিয়তে নামাজ আদায় করবেন, এই নামাজকে “সালাতুল ইশরাক” বলা হয়। ফলে আমল নামায় একটি হজ্জ্ব ও ওমরার ছোয়াব লিখা হবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার বাদ ৫ বার সূরা ইখলাহ পড়বেন।

## সালাতুত্ তাসবীহ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْتَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত প্রিয় নবী সরকারে দো' আলাম, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) কে বলেন হে আব্বাস, হে আমার চাচা আমি কি আপনাকে প্রদান করবনা, আমি কি আপনাকে অনুদান দিবনা, আমি কি আপনাকে প্রতিদান বিহীন উপটোকন প্রদান করবনা, আমি কি আপনার জন্য নির্ধারন করবনা এমন দশটি বিষয়।

إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْلَهُ وَ آخِرَهُ قَدِيمَهُ وَ حَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَ كَبِيرَهُ سِرَّهُ وَ وَعْلَانِيَتَهُ

যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ পাক আপনার গোনাহ ক্ষমা করবেন, প্রথম গোনাহ ও শেষ গোনাহ পুরাতন গোনাহ, নতুন গোনাহ, অনিচ্ছাকৃত গোনাহ ও ইচ্ছাকৃত গোনাহ, ছোট গোনাহ, বড় গোনাহ, গোপন গোনাহ এবং প্রকাশ্য গোনাহ।

আর এই দশটি বিষয় হচ্ছে আপনি চার রাকাত নামায আদায় করবেন। আর নিম্নের তাসবীহটি প্রতি রাকাতে সর্ব মোট ৭৫ বার পড়বেন।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ  
“সুবহানাল্লাহ ওয়ালা হামদু লিল্লাহ ওয়া ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালাহু আকবার।

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) ইরশাদ করেন-

إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنَّ لِمَ تَفْعَلْ  
فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنَّ لِمَ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنَّ لِمَ تَفْعَلْ  
فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنَّ لِمَ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً

যদি আপনি সক্ষম হন, তাহলে প্রতি দিন একবার এই নামাজ আদায় করবেন, যদি আপনি না পারেন, তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে জুমায় একবার, যদি তা না পারেন, তাহলে প্রত্যেক মাসে একবার, যদি তা না পারেন তাহলে প্রত্যেক বছরে একবার, যদি তাওনা পারেন তাহলে জীবনে অন্তত একবার আদায় করবেন। (আবু দাউদ শরীফ ও ইবনে মাজাহ) ইমাম হাকেম ও ইবনুস সাকান হাদীসটি কে সহীহ বলেছেন।

প্রতি রাকাতে পড়ার নিয়ম বর্ণিত হইল-

সূরা ফাতিহা পড়ার আগে	১৫ বার
সূরা কিরাত পড়ার পর	১০ বার
রুকুতে রুকুর তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
রুকু হতে দন্ডায়মান হবার পর	১০ বার
প্রথম সিজদায় তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
প্রথম সিজদা হতে উঠার পর বসে	১০ বার
দ্বিতীয় সিজদায় তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার

মোট ৭৫ বার

ক্বাযায়ে হাজাত (উদ্দেশ্য হচ্ছে) সফলতা অর্জনের জন্য নিম্নের ওয়াযীফাহু গুলো পাঠ করুন

۱। ৫০০ বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ  
ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইউমু, বি রাহমাতিকা আসতাগেছু।

২। ৫০০ বার حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ  
হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি মাল ওয়াকীলু।

৩। ৮৭৪ বার اللهُ رَبِّيْ لَا شَرِيْكَ لَهُ  
আল্লাহু রাব্বী লা শারীকা লাহু।

এই তিনটি দোয়া থেকে যে কোন একটি পাঠ করা যেতে পারে, তবে দোয়া পড়ার সময় পূর্বে ও পরে অবশ্যই ১১ বার দুরুদ শরীফ পড়ে নেবেন। ক্বাযায়ে হাজাত অথাৎ সং মনস্কামনা পূরন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন পাঠ করতে থাকবেন। এই ৩টি আমল অতীব পরীক্ষিত এবং সাফল্য অর্জনের জন্য সহজ, এ ক্ষেত্রে অলসতা করা উচিত নয়।

## তাহাজ্জুদ

আউলীয়ায়ে কামেলীন তথা নেক বান্দাদের অন্যতম প্রিয় অভ্যাস হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামাজ। এই নামাজ দ্বারা বান্দা ধীরে ধীরে আল্লাহর নিকটবর্তী হয় এবং মাহবুব বান্দাতে পরিণত হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ  
الَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمِنْهَا عَنِ الْإِثْمِ وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ  
وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ (الترمذی)

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত প্রিয় নবী হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, রাত্রে কিয়াম (সালাত) পালন করা তোমাদের দায়িত্ব, কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের অভ্যাস।

আর রাত্রে কিয়াম অর্থাৎ তাহাজ্জুদ আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যম এবং গোনাহ সমূহের প্রতিকার ও ক্ষমা প্রাপ্তি লাভ হয়। এবং দেহের থেকে রোগব্যাদি বিতাড়িত করার উপকরণ। (তিরমিযী শরীফ)।

সুতরাং তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ে জোর চেষ্টা থাকা জরুরী প্রত্যেক তরিকত পন্থীদের। আট রাকাত পড়া সুনত, আর ১২ রাকাত পড়া বুজর্গ অলী আল্লাহগণের অভ্যাস। সহজ নিয়ম হচ্ছে প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরসি ১ বার ২য় রাকাতে তিনবার সূরায়ে ইখলাস পাঠ করা অথবা প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করা। তবে উত্তম হবে যদি পুরো কুরআনুল কারীম মুখস্ত থাকে তাহলে ধারাবাহিক পাঠ করা।

## কুরআনুল কারীম পাঠ

আল্লাহর কালামে পাক পাঠ করা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ইবাদতের মধ্যে গণ্য। তাই প্রতিদিন তেলাওয়াত পাঠ এর অভ্যাস থাকা জরুরী। তবে কিছু সূরাকে দিনে রাত্রে ওয়াযিফার মধ্যে शामिल করুন। যেমন- ১। সূরায়ে ইয়াসিন, সকালে পাঠ করলে ক্ষমা পাবে, মনের আশা পূর্ণ হবে।

২। সূরায়ে মুলক- রাত্রের এশার নামাজের পর পাঠ করলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে।

৩। সূরায়ে ওয়াকিয়া : যেকোন সময় তেলাওয়াত করলে অভাব অনটন থেকে মুক্তি পাবে।

৪. সূরায়ে কাহাফ : বিশেষ করে শুক্রবার পাঠ করলে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে।

### তাওবা ও ইস্তেগফার এর গুরুত্ব

তাওবা মানে প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে আসা। ইস্তেগফার মানে বিগত গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া।

দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতি ও মুক্তির জন্য তাওবা ও ইস্তেগফার হচ্ছে প্রথম ধাপ। কেননা ইহা ছাড়া কোন উপায় নেই। যাতে মানুষ আল্লাহর সানিধ্যে পৌঁছার জন্যে নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে, বস্তুত অপরাধ এবং অবাধ্যতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যা সরাসরি ক্ষতির কারণ। আধ্যাত্মিক এবং দুনিয়ায় উন্নতি ও পরকালের মুক্তি অর্জনের পথে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হলো তার কু-প্রবৃত্তি এবং শয়তান। এই দুটো মানুষের স্থায়ী শত্রু। মানুষের আত্মা প্রবৃত্তির অনুসারী।

ইহা মানুষকে শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ এবং দুনিয়ায় কান্দাল করে রাখে, আর শয়তান মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য পিছু লেগে থাকে, তাই এই দুই শত্রু মানুষকে অপরাধে নিমজ্জিত করার জন্য আগে আগে অবস্থান করে। এই দুই শত্রু থেকে বাঁচার জন্য শুধু একটি রাস্তা খোলা রয়েছে, আর সে রাস্তা হলো তাওবা এবং ইস্তেগফার। গুনাহে লিপ্ত ঈমানদার মুসলমান আল্লাহর গোপন তত্ত্ব কখনো অর্জন করতে পারে না, তাওবা না করা পর্যন্ত ‘ছালেক’ অর্থাৎ (তিরিকতের পথিক) আভ্যন্তরীণ জ্যোতি বা নূর লাভ করতে পারে না। গুনাহে লিপ্ত হলো আর যদি তাওবা না করে ফিরে আসে, ফলে সে ইবাদতে স্বাদ পায় না, পাশাপাশি, ইবাদতের আকর্ষণ ও আগ্রহ হারিয়ে যায়। গুনাহের প্রতিক্রিয়া মুখমন্ডলে পরিদৃষ্ট হয়। অপরদিকে আল্লাহর নেক বান্দাদের চেহারা এমন কালিমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। তাদের চেহায়ায় আল্লাহর রহমতের জ্যোতি পরিদৃষ্ট হয়। এর কারণ হল, হাদিস পাকে এসেছে যে, গুনাহের কারণে অন্তরে একটি দাগ পড়ে, এভাবে যত গুনাহ করবে তত দাগ বাড়তে থাকবে, ফলে অন্তরটা কালো হয়ে যায়। তাই গুনাহগার লোক

যত সুদর্শন হোক কিন্তু তার মুখমন্ডলে কখনও নূরানী আভা পরিস্ফুটিত হবে না, কেননা তার অন্তরে রূহানিয়াত নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই একজন ঈমানদার মুসলমানের জীবনে, এর গুরুত্ব অনেক আর রূহানি জগতে এর গুরুত্ব আরো বেশী। তাই সূরা আল বাকারাতে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কারীদের সাথে ভালবাসা রাখেন, এবং যারা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। অপরদিকে হাদিসে পাকে রয়েছে-

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَأَذَنْبَ لَهُ۔

অর্থ : গুনাহ থেকে তাওবা কারী এমন হয়ে যায় যেন সে গুনাহ করেনি।

১। সুনানে তিরমিযী, বাবে ফী দোয়ায়িয যাইফ, ৫৬৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে ছয়র নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন নিম্নের এই শব্দমালা যদি কেউ পড়ে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে যদি সে জেহাদের ময়দান থেকে ও পলায়ন করে।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লাহ হাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহ্।

এই ইস্তেগফারের অশেষ ফজিলত রয়েছে, অপর বর্ণনায় রয়েছে, গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয় তাহলে ক্ষমা করা হবে। প্রকৃত মন দিয়ে তাই প্রতি নামাজের পর ৩ বার অথবা ৫ বার পড়ুন। এবং প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ বার পাঠ করা চাই।

২। অন্তরকে পাপের মরিচিকা থেকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য ফজরের নামাজের পর ৩ বার এই ইস্তেগফার পড়া আবশ্যিক। ইহা পড়লে ঈমানদার মুমিনের অন্তর সাদা কাপড়ের ন্যায় ধবধবে উজ্জ্বল হয়ে যায়। যা বুখারী শরীফে- বাবে “আত-তাআযুযু মিনাল মা’সিম ওয়াল মাগরিম” এর মধ্যে রয়েছে।

নিম্নে দেওয়া হল-

اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আগছেল আন্নি খাতাইয়া বে মায়িছ- ছালজি, ওয়াল বারাদে ওয়া নাক্কি ক্বালবী মিনাল

খাতায়া কামা নাকাইতাস সাওয়াবাল আব ইয়াদা মিনাদ-দানা ছে ওয়া বায়েদ বাইনা খাতাইয়া কামা বা-আদতা বাইনাল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে।

## যিকির এর ফজিলত

প্রকাশ থাকে যে, নিস্কলুষ অন্তর বা কাল্বই মানুষকে মর্যাদাবান করে, অপর দিকে অন্তরে অন্ধকার ও বক্রতাই মানুষের ধ্বংস বিপর্যয় অসম্মানের কারণ। কাল্ব হল মানুষের দেহের বাদশাহ, তাই হাদীস শরীফে এই ব্যাপারে বলা হচ্ছে-  
 إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ -

নিশ্চয় দেহের মধ্যে একটি মাংস পিণ্ড রয়েছে যার সংশোধন হলে সমস্ত দেহ সংশোধন হয়ে যায় এবং ইহা বিনষ্ট হলে সমস্ত দেহই বিনষ্ট হয়ে যায়। সাবধান নিশ্চয়ই ইহাই ক্বালব। (তিরমিজি শরীফ)

ইহা ছাড়া যিকিরের ফজিলত সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুখারী শরীফে এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।

তাই যিকির করা অতীব প্রয়োজন। তরিকতের নিয়ম অনুযায়ী ১) ক্বালব, ২) রুহ, ৩) সির ৪) খফি, ৫) আখফা,

৬) নাফস, ৭) খাক (মাটি) ৮) আতস (আগুন), ৯) আব (পানি), ১০) বাদ (বাতাস) \*। এই দশ লতিফার সমন্বয়ে মানব দেহ গঠিত।

তরিকায়ে মুজাদ্দেদীয়ার নিয়ম অনুযায়ী লতিফা গুলোর অবস্থান জেনে নেওয়া আবশ্যিক।

- ক) লতিফায়ে ক্বালব এর অবস্থান বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে, এই লতিফার নূর বা আলো হলো হলুদ।
- খ) লতিফায়ে রুহ এর অবস্থান হলো ডান দুধের দুই আঙ্গুল নিচে, এই লতিফার নূর বা আলো হলো লাল।
- গ) লতিফায়ে সির এর অবস্থান হলো বাম দুধের দুই আঙ্গুল উপরে, এই লতিফার নূর বা আলো হলো সাদা।
- ঘ) লতিফায়ে খফি এর অবস্থান হলো ডান দুধের দুই আঙ্গুল উপরে, এই লতিফার নূর বা আলো হলো কালো।
- ঙ) লতিফায়ে আখফা এর অবস্থান হলো বুকের মধ্যবর্তী স্থানে, এই লতিফার নূর বা আলো হলো সবুজ।
- চ) লতিফায়ে নাফস এর অবস্থান হলো কপালের মধ্যভাগে, এই লতিফার কোন নির্দিষ্ট নূর নেই।

আর বাকী চারটি লতিফার অবস্থান হলো সমস্ত দেহে। তাই যোগ্য মুশীদে কামেল এর নিকট থেকে যিকির করার নিয়ম গুলো জেনে নিয়ে আল্লাহর যিকির করণ।

## নফি ইসবাত এর যিকির করার নিয়ম

■ ‘লা’ নাভি হইতে মাথার তালু পর্যন্ত ‘ইলাহা’ ডান কাঁধের উপর ‘ইল্লাল্লাহ’ ক্বলবের মধ্যে যরব বা ধাক্কা দিবেন। তবে একদমে ১৯ বার করলে উপকার পাওয়া যায় বেশী। এই ভাবে প্রথমে ১১০০ বার প্রতিদিন। পরবর্তীতে ৫ হাজার বার।

■ এসমে জাত ‘আল্লাহ আল্লাহ’ ২৫০০ হাজার বার।

## দুরুদ শরীফ এর ফযিলত

দুরুদ শরীফের মত এমন মকবুল ইবাদত আর নেই। আল্লাহ পাক নিজে এরশাদ করেন-কালামে পাকে আমি স্বয়ং এবং আমার ফেরেশতাহগণ দুরুদ শরীফ পাঠ করেন, অতএব হে মুমিনগণ তোমরাও হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ শরীফ পাঠ কর।

তিরমিযী শরীফে রয়েছে- হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আরয করলাম, ইয়া রাসুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনার উপর অগণিত দুরুদ শরীফ প্রেরণ করতে চাই। সুতরাং ইহার জন্য কতটুকু সময় নির্ধারন করতে পারি?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যতোটুকু ইচ্ছা ততটুকু সময় নির্ধারণ করো। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চতুর্থাংশ সময়, হুজুর এরশাদ করেন

قَالَ مَا شِئْتُ وَإِنْ زُرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ -

তোমার খুশি, হ্যাঁ যদি আরো বেশী করো তবে তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি আরয করলাম অর্ধেক সময়। হুজুর ফরমান তোমার খুশি, হ্যাঁ যদি আরো বেশী করো তবে তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি আরয করলাম দুই তৃতীয়াংশ সময়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তা তোমার ইচ্ছাধীন। হ্যাঁ যদি এর চেয়েও বেশী করো তবে তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি আরয করলাম ইয়া রাসুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি সম্পূর্ণ সময় টুকুই দুরুদ শরীফ পড়ব। তখন নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

قَالَ إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفِرْ لَكَ ذَنْبَكَ -

“যদি এমন করো তবে তোমার দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তা দূর হবে এবং আকাঙ্খা পূর্ণ হবে আর তোমার (প্রকাশ্য ও গোপন) সমস্ত গুনাহর কালিমা মুছে ফেলা হবে।

মনে রাখবেন অবশ্যই অবশ্যই শুক্রবার দিন বেশী বেশী দরুদ শরীফ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এর বরকত অফুরন্ত এই দিন আমলনামা উপস্থিত করা হয়। বৃহস্পতি বার সন্ধ্যার পর থেকে শুক্রবার আসর পর্যন্ত সময় টুকু জুমাবার হিসেবে গন্য। মনে রাখবেন বেশী বেশী দুরুদ শরীফ পড়া সুন্নী মুসলমানদের অভ্যাস। নিম্নে কিছু দুরুদ শরীফ উল্লেখ করা হলো-

۱  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَوَةً ۱  
دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِكَ اللَّهُ-

উচ্চারণ : আল্লাহুমা সল্লিয়াল্লা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদীন আদাদা মা ফি ইলমিললাহি সালাতান দায়েমাতান বিদাওয়ামি মুলকিললাহ।

ফজিলতঃ প্রিয়নবীজির দীদার লাভের জন্য এই দুরুদ শরীফ খুবই উপকারী, ঈমাম জালালউদ্দিন সূয়ুতী (রহঃ) বলেন, যে কেউ যদি এই দুরুদ শরীফ ১ বার পাঠ করে তাহলে ছয় লক্ষ বার দুরুদ শরীফ পড়ার পুণ্য হাসিল হবে।

ۨ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ ۨ  
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ-

উচ্চারণ : আল্লাহুমা সল্লিয়াল্লা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদীন নাবীয়িল উম্মেই ওয়ালা আলিহি ওয়া ছাহবিহি ওয়া ছাল্লাম।

ফযিলতঃ প্রিয় নবীজির দীদারের জন্য ইহা খুবই মশহুর দুরুদ শরীফ।

۩  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا ۩  
مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ مُلْكِكَ-

উচ্চারণ : আল্লাহুমা সাল্লি ওয়া ছাল্লিম আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলি ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ফি কুল্লি লামহাতিও ওয়ানাফছিন বেআদাদি কুল্লি মায়ালু মিল্লাক।

ফযিলত : রুহানি উন্নতির জন্য এই দুরুদ শরীফ খুবই কার্যকর।

۪  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۪  
صَلَوَةً دَائِمَةً مَقْبُولَةً تُوَدَى بِهَا عَنَّا حَقُّهُ الْعَظِيمُ-

উচ্চারণ : আল্লাহুমা সল্লিয়াল্লা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদীন ওয়ালা আলি ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদীন সালাওয়াতান দায়িমাতান মাকবুলাতান তুয়াদদি বিহা আন্না হাক্কুল্ছল আযিম।

ফযিলতঃ এই দুরুদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ, কিয়ামতে শাফায়াত অর্জন এবং দুনিয়ার যে কোন মুসীবত হতে নাজাতের লাভে বিশেষ উপকারী।

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান যাজুলী (রহঃ) যিনি “দালায়েলুল খায়রাত” কিতাবের রচয়িতা, তিনি এই দুরুদ শরীফ টি একটি বালিকার কাছ থেকে শিখে ছিলেন, যার “ফুঁ”তে কূপের পানি উত্থলিত ও প্রবাহিত হয়েছিল।

۵۱. صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً ۝  
وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

উচ্চারণ : সাল্লালাহু আলান নাবীয়েল উম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামা সালাতান ওয়া ছালামান আলাইকা ইয়া রাসুল্লালাহ।

ফজিলত: এই দুরুদ শরীফকে দুরুদে রাযাভিয়্যাহ বলা হয়। অগণিত ফজিলত রয়েছে।

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا عَلَى سَيِّدِنَا ۝  
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي تَحَلَّى بِهِ الْعَقْدُ وَتَنَفَّرَ بِهِ الْكُرْبُ وَتَقَضَى  
بِهِ الْحَوَائِجُ وَتَنَالَ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحَسُنَ الْحَوَاتِمُ وَيُسْتَسْقَى  
الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى إِلَيْهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ  
وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ مَلِكٍ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি সালাতান কামিলাতান ওয়া ছাল্লিম ছালামান আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদানিল লাযি তানহাললুবুবিহিল উকাদু ওয়া তানফারযুবুবিহিল কুরাবু ওয়াতুকদাবিহিল হাওয়ায়িযু ওয়াতুনালুবুবিহির রাগায়িবু ওয়াছছনুল খাওয়াতিমু ওয়া ইউছতাছকাল গামামু বি ওয়াযহিকাল কারিম ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহ্বিহি ফি কু'ল্লি লামহাতিন ওয়ানাফছিন বিআদাদি কু'ল্লি মায়ালু মিল্লাক।

ফযিলত: এই দুরুদ শরীফ বালা মুসিবত বা বিপদ আপদে দ্রুত কাজ করে। আগুনের মত কঠিন বিপদেও এর ওসীলায় মুক্তি লাভ হয়। তাই ইহাকে দুরুদে “নারিয়া” বলা হয়।

## শাজরায়ে মুবারাকা

- ১। ইয়া ইলাহি হজরতে খাতামুল আন্বিয়া নূরে মুজ্জাসাম আহমদে মুজতবা মুহাম্মদে মুস্তফা সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ওয়াস্তে ।
- ২। ইয়া এলাহি আফজালুল উম্মাত, ইমামুছ ছিদ্দিকিন সাইয়েদেনা আবু বকর ছিদ্দিক(রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ৩। ইয়া এলাহি ছাহাবীয়ে রাসূল, হযরত সালমান ফারছী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ৪। ইয়া এলাহি কুতুবে আলম, মোহাম্মদ কাছেম ইবনে মুহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ৫। ইয়া এলাহি আওলাদে রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি সাল্লাম) কুতুবে কামেল ছৈয়েদে ইমামে জাফর ছাদেক (রাঃ) ইবনে মুহাম্মদ বাকের (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ৬। ইয়া ইলাহি, সুলতানুল আরেফীন, খাজা আবু ইয়াজিদে বায়েজিদে বুস্তামী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ৭। ইয়া ইলাহি, কুতুবে আবদাল, খাজা আবুল হাসান খারকানী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ৮। ইয়া ইলাহি, হযরতে খাজা আবু আলী ফারমেদী মাশহুদী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।

- ৯। ইয়া ইলাহি, হযরতে.খাজা আবু ইউছুফ হামদানী কে ওয়াস্তে ।
- ১০। ইয়া ইলাহি, খাজায়ে জাহান খাজা আব্দুল খালেক গজদাওয়ানী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ১১। ইয়া ইলাহি, হযরতে খাজা মুহাম্মদ আরেফ রেওগেরী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ১২। ইয়া ইলাহি হযরতে খাজা মাহমুদ আনজির ফাগনবী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ১৩। ইয়া ইলাহি, হযরতে খাজা আজিজানে আলী রামিতিনী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ১৪। ইয়া ইলাহি, হযরতে খাজা মুহাম্মদ বাবা ছাম্মছি (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ১৫। ইয়া ইলাহি, হযরতে খাজা সাইয়েদ শামসুদ্দীন আমির কোলাল (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ১৬। ইয়া ইলাহি, হযরতে ইমামুত তরিকত, খাজায়ে খাযেগান, নকশায়ে নকশে বন্দ সাইয়েদ খাজা বাহাউদ্দিন নকশে বন্দী বুখারী (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।
- ১৭। ইয়া ইলাহি, হযরতে খাজা আলাউদ্দিন আক্তার (রাঃ) কে ওয়াস্তে ।

- ১৮। ইয়া ইলাহি, হযরতে মাওলানা খাজা ইয়াকুব ইবনে ওসমান চরখী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ১৯। ইয়া ইলাহি, হযরতে খাজা নাসির উদ্দিন ওবায়দুল্লাহ আহরার সমরকান্দী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ২০। ইয়া ইলাহি, হযরতে মাওলানা মুহাম্মদ জাহেদ (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ২১। ইয়া ইলাহি, হযরতে মাওলানা খাজা দরবেশ মুহাম্মদ (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ২২। ইয়া ইলাহি, হযরতে মাওলানা খাজা আমকাংগী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ২৩। ইয়া ইলাহি, হযরতে কুতুবে আলাম, ফানী ফিল্লাহ খাজা মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (রাঃ) নকশেবন্দী কে ওয়াস্তে।
- ২৪। ইয়া ইলাহি, ইমামুত তরিকত, খাজিনাতুর রাহমাত, ইমামে রাব্বানী কাইউমে জমানী মুজাদ্দের ওয়া মুনওয়ারে আলফেসানী শায়খ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ২৫। ইয়া ইলাহি, উরওয়াতুল উসকা, কাইউমে সানী হযরতে খাজা মোহাম্মদ মালুম (রাঃ) সেরহিন্দী মুজাদ্দেরী কে ওয়াস্তে।

- ২৬। ইয়া ইলাহি, কুতুবুল ইরশাদ হযরতে খাজা সাইফুদ্দীন (রাঃ) মুজ্জাদেদী সিরহিন্দী কে ওয়াস্তে।
- ২৭। ইয়া ইলাহি, কুতুবে জমান, হযরত সৈয়দ নূর মুহাম্মদ বদাউনি (রহঃ) কে ওয়াস্তে।
- ২৮। ইয়া ইলাহি, কুতুবে জমান হযরত মির্জা মজহারে জানে জানান শহীদ আলাভী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ২৯। ইয়া ইলাহি, কুতুবে জামান, হযরতে মাওলানা আব্দুল্লাহ শাহ গোলাম আলী আলাভী মুজাদ্দেরী দেহলী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ৩০। ইয়া ইলাহি, কুতুবুল ইরশাদ, হযরতে মাওলানা শায়খ শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দেরী দেহলী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ৩১। ইয়া ইলাহি, কুতুবুল ইরশাদ, হযরত শাহ আহমদ সাঈদ মুজ্জাদেদী মুহাজেরে মাদানী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।
- ৩২। ইয়া ইলাহি, কুতুবুল আকতাব হযরতে শাহ মাওলানা ইরশাদ হোসাইন মুজ্জাদেদী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।

৩৩। ইয়া ইলাহি, কুতুবে আলম, হযরত শাহ হাফেজ এনায়েত উল্লাহ খাঁন রামপুরী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।

৩৪। ইয়া ইলাহি, কুতুবুল ইরশাদ, হযরতে হাফেজ খাজা আহমদ শাহ (রাঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী কে ওয়াস্তে।

### ছাহেবজাদাগন

- ক) মাওলানা হাফেজ খাজা আবুল খায়ের (রহঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- খ) মাওলানা হাফেজ খাজা লোকমান (রহঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- গ) মাওলানা খাজা বাকী বিল্লাহ (রহঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- ঘ) মাওলানা খাজা তৈয়বুল ইসলাম (রহঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- ঙ) মাওলানা খাজা আবু তাহের (রহঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- চ) খাজা আহমদুর রহমান নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- হযরত মাওলানা মুফতী শাহ হেদায়েতুল্লাহ খাঁন (রহঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- হযরত মুফতি শাহ মোহাম্মদ উল্লাহ খাঁন (রহঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ওবায়দ উল্লাহ খাঁন নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী
- মাওলানা খাজা আরিফুর রহমান তাহেরী নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী।

## মুনাজাত

কুতুবুল ইরশাদ, হযরত হাফেজ আল্লামা খাজা আহমদ শাহ (রাঃ) নকশে বন্দী মুজ্জাদেদী।

“রাব্বানা অ রাব্বানা অ রাব্বানা  
জলামানা অ জলামানা অ জলামানা॥

“কত গুনা করিয়াছি রাব্বানা  
বেশুমার ও বেহিসাব ও বেগনা॥

“জলামানা অ জলামানা অ জলামানা  
ফাগফের লানা জুনুবানা অকেনা॥

“কত নেয়ামত দিছ রাব্বানা  
না করি শুকুর তার জলামানা॥

“না জানি মরন কালে রাব্বানা  
পাই কত ক্লেশ আর যন্ত্রনা॥

“ডরেতে কলিজা কাঁপে রাব্বানা  
না জানি কি কর আজাব রাব্বানা॥

“করিম ও রহিম তুমি রাব্বানা  
ফা আ-ফু আন্না অগফের লানা অরহামনা”

“আন্ধেরা কবরে একা রাব্বানা  
নিরাদা কান্দিব কত রাব্বানা॥

“এরহামনা অ এরহামনা অ এরহামনা  
রওশন করিও কবর রাব্বানা॥

“আসিয়াছি গুনাগার ও রাব্বানা  
 তোমারো দুয়ারে কান্দি রাব্বানা॥  
 “শুনেন না অ শুনেন না অ রাব্বানা  
 না জানি কি করিয়াছি কোন গুনাহ॥  
 “তওবা করিনু খালেছ রাব্বানা  
 আর না করিব প্রভু এই গুনাহ॥  
 “কবুল করেন তাওবা রাব্বানা  
 আজিজি মিনুতি করে কমিনা॥  
 “দুনিয়া আখের ছাড়ি রাব্বানা  
 জামাল দেখিব কত বাসনা॥  
 “পাগল হুতাশী আমি রাব্বানা  
 তেরা দিদারের জন্য দিওয়ানা॥  
 “দিদারের ভিখারী হইয়ে রাব্বানা  
 তেজিনু সংসার হালে মোস্তানা॥  
 “দিবস ও রজনী কান্দি রাব্বানা  
 দিদার পাইব এই বাসনা॥  
 “দিদারে গরক রাখ রাব্বানা  
 কেয়ামত तक নিশা ছুটে না॥  
 “এই হালে রাখ মোরে রাব্বানা  
 কখনও না হই আমি চেতনা॥  
 “অনন্ত দরুদ ও ছালাম রাব্বানা  
 রছুল ও আওলাদ পরে বেগনা॥

## মুনাজাত (উদ্দু)

ঈমামে আহ্লে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্  
 আহমদ রেজা খাঁন বেরেলী (রাঃ)

ইয়া ইলাহী হার জাগা তেরী আ'তাকা সাথহো  
 জব পড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কোশা কা সাথ হো  
 ইয়া ইলাহী ভুল জায়োঁ নায'ই কী তকলীফ কো,  
 শাদীয়ে দীদারে হুস্নে মোস্তফা কা সাথ হো,  
 ইয়া ইলাহী গোরে তীরা কী জব আয়ে সখত রাত,  
 উনকে পেয়ারে মুহঁ কী সুব্হে জাঁ ফযাকা সাথ হো,  
 ইয়া ইলাহী জব যবানে বাহের আয়েঁ পেয়াস সে,  
 ছহেবে কাউসার শাহে জুদ ও আ'তাকা সাথ হো,  
 ইয়া ইলাহী গরমীয়ে মাহশরছে জব ভরকেঁ বদন,  
 দামানে মাহুব্ব কী ঠাভী হাওয়া কা সাথ হো,  
 ইয়া ইলাহী নামায়ে আ'মল যব খোলনে লাগেঁ  
 আ'যব পোশে খলকে সান্তা রে খাতাকা সাথ হো  
 ইয়া ইলাহী জব বহেঁ আঁখি হেসাবে জুরম মেঁ,  
 উন তাবাস সুম রে-যে হুঁটো কী দো আ'কা সাথ হো  
 ইয়া ইলাহী জব হেসাবে খানদায়ে বে-জা রোলায়ে,  
 চশমে গিরিয়ান শফী'ই মুরতাজা কা সাথ হো,

ইয়া ইলাহী রঙ্গ লায়েঁ জব মেরী বে-বাকিয়াঁ,  
 উনকি নীচী নীচী নয়রোঁ কী হায়া কা সাথ হো,  
 ইয়া ইলাহী জব চলোঁ তারিকে রাহে পুলসিরাত  
 আফ্তাবে হাশেমী নূরুল হুদা কা সাথ হো,  
 ইয়া ইলাহী জব সরে শমসীর পর চলনা পড়ে,  
 রবের সাল্লিম কাহ্নে ওয়ালে গম যাদাকা সাথ হো,  
 ইয়া ইলাহী জো দো'আয়ে নেক হাম তুবাছে করোঁ  
 কুদসিয়োকো লবসে আমীন রব্বানা কা সাথ হো,  
 ইয়া ইলাহী জব আশেকোনে খাবে গেরাঁছে সর উঠায়ে  
 দওলতে বে দারে ইশ্কে মুস্তফা কা সাথ হো॥

## প্রয়োজনীয় নছীহত

১। “আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত” এর আক্বিদার ও আমলের উপর সর্বদা অটল থাকবেন, যত বাতেল ফের্কা রয়েছে, যেমন নাস্তিক, ওহাবী, খারেজী,রাফেযী, মওদুদী, কাদিয়ানী, লা-মাজহাবী ইত্যাদি থেকে পৃথক থাকবেন, এদের কোন কথা এবং ফতওয়া শুনবেন না। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনকে নিজের দুশমন মনে করবেন। এতে ঈমান মজবুত হবে। মনে রাখবেন মু'মিনের নিকটে ঈমান এবং দ্বীন ধর্ম বেশী প্রিয়। আর মুনাফিকের নিকটে দুনিয়ার মাল, সম্পদ, ইজ্জত বেশী পছন্দ। সুতরাং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করা অত্যাবশ্যিক।

২। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করবেন। পুরুষের উপর জামাতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব (যদি কোন ওজর না থাকে)। বে-নামাজী কোন মুসলমান মূলত একটি ছবির মতো, অর্থাৎ আকৃতিতে মানুষ হলেও মূলত ঈমানদার মানুষের কোন কাজ তার মধ্যে নেই। তাই যদি নামাজ কাযা থাকে তাহলে তা আদায় করা জরুরী।

৩। সম্পদশালী ব্যক্তি অবশ্যই বৎসরের যাকাত হিসাব করে, আদায় করে দিবেন। বছরের যাকাত পুরো বছরে আদায় করা যায়। বিলম্ব করবেন না কেননা বিলম্ব করা গুনাহ। আর মহিলারা তাদের স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাতও আদায় করে দিবেন। যাকাত আদায়ের দ্বারা মালের ময়লা দূর হয়, জান-মাল, নিরাপদে থাকে।

৪। হজ্জ ফরজ হলে অতি সত্ত্বর আদায় করে নিবেন কেননা আপনি জানেন না কখন আপনার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। কারণ ইহা সার্মথ্যবান এর উপর ফরজ।

৫। প্রত্যেক পুরুষের দায়িত্ব নিজ গৃহের মহিলাদেরকে স্বরণ করিয়ে দেওয়া মহিলারা যেন পর্দাকে ফরজ জানে। আপন স্ত্রী, বোন এবং পরিবারে নারীদেরকে অবশ্যই শরীয়তের পর্দা অনুযায়ী চালাবেন। তা নাহলে আপনি নিজেই গুনাহগার হবেন। যারা বেপর্দায় চলে তাদেরকে দা-উস বলা হয়েছে। নিজ গৃহে অবশ্যই তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করবেন। এতে করে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়, সৃষ্টি হবে, বিভিন্ন অন্যায কাজ কর্ম থেকে হেফাজত থাকবে। নেক আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

৬। মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, অন্যায়ভাবে কারো উপর জুলুম করা, অহংকার করা, রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত করা) এবং যিনা করা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকবেন। আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্য চাইবেন সব সময় ধ্বংসাত্মক আমল গুলো থেকে বাঁচার জন্য।

৭। প্রত্যেক সন্তানের দায়িত্ব আপন পিতা-মাতা বেঁচে থাকলে প্রাণ ভরে খেদমত করা। যদি তারা দুনিয়ায় বেঁচে না থাকেন, তাদের জন্য ফাতেহা পড়ে দোয়া করা, যিয়ারত করা, দান-খয়রাত করা। মা-বাবার সাথে কখনোই খারাপ আচরণ করবেন না। বরং তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন যেন তারা খুশি হয়ে আপনার জন্য দোয়া করে।

৮। হারাম উপায়ে অর্থ অর্জন করা, এমন রিজিক থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবেন। কেননা হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জনকারীর কোন দোয়া ও ইবাদত কবুল হবে না। তার কোন দান-খয়রাতও কবুল হবে না। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরকালের হিসাব নিকাসের কথা স্মরণ করুন। অন্তরে মহান আল্লাহ পাকের ভয় প্রিয় নবীজির মুহাব্বত তৈরি করুন। দুনিয়া কোন স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়, চিরকাল থাকতে হবে পরকালে।

তাই সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখুন, যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখেন, তবে ইনশাআল্লাহ ধ্বংসের থেকে রক্ষা পাবেন। ঈমান ও দ্বীনধর্ম নিরাপদ থাকবে, আর শরীয়তের অনুসরণঅনুকরণ করা সহজ হবে। ফলে পাপাচার থেকে বেচে থাকা যাবে। তাহলেই পরকালে শান্তি ও নিরাপত্তা নছিব হবে।

তাইত উর্দু কবি বলেছেন “জাগনা হ্যায় জাগলে আফলাককে ছায়াতলে, হাশর তক সুতা রাহেগা খাককে ছায়ে তলে।” অর্থাৎ জেগে থাকতে হলে জেগে নাও আসমানের ছায়াতলে, হাশর পর্যন্ত শুয়ে থাকবে মাটির ছায়া তলে, তাই দিবা রাত্রি জীবনের প্রতিটি সময়কে মূল্যবান মনে করুন, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হবেন না ভোগ বিলাসে প্রতি সীমাহীন উন্মাদ হওয়াই আল্লাহ পাক ও হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিমুখ হওয়া। আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবীবের উছিলায়, আমাদের সকলের ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তাও শান্তি নছিব হউক।